যুগান্তর

তারিখ 16 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান

প্রাথমিক শিক্ষকরা কেন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী?

মানবজাতি তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রাম করে। প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করেই মানুষ বেঁচে থাকে। সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা থাকে কোনোরকমে খেয়ে-পরে স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করার। শিশুরা সীমাহীন আকাশ দেখে অসীম কল্পনা করে। আমাদের দেশের বড় রাজনৈতিক দল দুটি দ্রুত ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখে। এজন্য তারা সাধারণ মানুষের তথা দেশের জন্য ক্ষতিকর কাজ করতেও দ্বিধা করে না। পেশাজীবী সংগঠনের কিছু নেতার স্বপ্ন থাকে স্বীয়স্বার্থ সংরক্ষণ করা। মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী এ দেশের খেটেখাওয়া মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের, কবি জীবনানন্দ দাস 'রূপসী বাংলা'র, বঙ্গবন্ধু 'সোনার বাংলা'র, জিয়াউর রহমান 'নতুন বাংলা'র, এরশাদ 'পল্লীবাংলা'র, শেখ হাসিনা 'ডিজিটাল বাংলা'র স্বপ্ন দেখেছেন। এ দেশের শিক্ষক সমাজ স্বপ্ন দেখে সুশিক্ষার মাধ্যমে দেশকে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের পথে এগিয়ে নেয়ার। এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় মর্যাদা সহকারে পরিবার-পরিজন নিয়ে সচ্ছলভাবে বেঁচে থাকা। স্বল্প বেতন-ভাতার কারণে তাদের বিদ্যালয়ের বাইরে শিক্ষার্থীদের পাঠ দান যেন গুরুতর অপরাধ। পাশাপাশি অন্যান্য পেশাজীবীর ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বেশ উদার। রাষ্ট্রের হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট হওয়াকে সরকার তেমন কোনো ক্ষতি বলে মনে করে না। অথচ শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির জন্য রাজপথে দীর্ঘসময় আন্দোলন করেও কাঙ্ক্ষিত প্রাপ্য আদায় করা সম্ভব হয় না।

সবার স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকলেও একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষকদের ক্ষেত্রে আসে নানা নেতিবাচক কথা। কতিপয় বিবেক বর্জিত কর্মকর্তার মুখে শোনা যায়, 'আপনারা সরকারি কর্মচারী, আপনাদের আন্দোলন বা সংগ্রাম করার অধিকার নেই।' ভাবখানা এমন, মর্যাদা ও আর্থিক সচ্ছলতার সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার শুধু তাদের! দেশের প্রত্যেক নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষার মৌলিক অধিকার সংবিধান স্বীকৃত। অথচ তাদের ধারণা, শিক্ষকরা সরকার বা প্রশাসনের ক্রীতদাস। প্রাথমিক শিক্ষকরা এ দেশের 'জনগণের মহাসেবক ও শিক্ষিত জাতির জন্মদাতা'— এ উপলব্ধি সরকার তথা প্রশাসনের অনেকের মাঝে নেই। শিক্ষক তথা জাতি গড়ার কারিগরদের যথাযথ মর্যাদা না দিয়ে, উল্টো তাদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করা কত মারাত্মক অপরাধ সে বোধটুকু তাদের নেই।

> শিক্ষকরা কারও গোলাম— এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। সেবক হিসেবে তাদের মর্যাদা দেশের সব নাগরিকের শীর্ষে। তা সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষকরা আজও কেন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী? প্রধান শিক্ষকরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা পেলেও বেতন স্কেল প্রদানে কার্পণ্য কেন? সহকারী শিক্ষকদের জন্য কেন প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বেতন স্কেল দেয়া হল না?

শিক্ষকরা কারও গোলাম— এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। সেবক হিসেবে তাদের মর্যাদা দেশের সব নাগরিকের শীর্ষে। তা সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষকরা আজও কেন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী? প্রধান শিক্ষকরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা পেলেও বেতন স্কেল প্রদানে কার্পণ্য কেন? সহকারী শিক্ষকদের জন্য কেন প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বেতন স্কেল দেয়া হল না? যেখানে শিক্ষকরা হবেন প্রথম শ্রেণীর মর্যাদাসম্পন্ন, তাদের বেতন স্কেল থাকবে সবার শীর্ষে। সেখানে তাদের গড়া মানুষেরা কেন তাদের শিক্ষকদের মর্যাদা ও সচ্ছলভাবে বেঁচে থাকার বিষয়টির প্রতি অবহেলা করছেন?

আজ সময় এসেছে সবার শীর্ষে তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার। শিক্ষকরা কারও কর্মচারী নয়, তারা দেশের মহাসেবক, জাতি গড়ার কারিগর। এ মহাসত্যটি সর্বপ্রথম শিক্ষকদের অনুধাবন করতে হবে এবং সমাজ তথা রাষ্ট্রের সবার মধ্যে এই উপলব্ধি জাগ্রত করতে কঠিন সংগ্রাম করতে হবে।

প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা এবং সহকারী শিক্ষকদের পরবর্তী ধাপে বেতন স্কেল নির্ধারণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিশ্রুতি ও প্রস্তাব— সবই যেন শুভঙ্করের ফাঁকি, অনেকটা 'দেখায় মুরগি খাওয়ায় ডাল' এমন অবস্থার মতো। মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব ছিল প্রধান শিক্ষকদের ৮,০০০ টাকা বেতন স্কেলে দ্বিতীয় শ্রেণী দিয়ে সহকারী শিক্ষকদের পরবর্তী স্কেল দেয়া হবে। শিক্ষকদের একটি অংশ আন্দোলন থেকে পিঠটান দেয়ায় সরকারের পক্ষে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা সহজ হয়েছে।

আসলে বাস্তবতা হল, যার ঘা তার ব্যথা। অন্যের সে ব্যথা উপলব্ধি করার কথা নয়। দীর্ঘদিন অবসরপ্রাপ্তদের নেতৃত্বে গড়ে তোলা সংগঠনটি এক বছর আগে 'লং জাম্প' দিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। সবশেষে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো তারা শিক্ষকদের আন্দোলন থেকে হারিয়ে গেল। অপর বৃহৎ অংশটি সারা দেশের শিক্ষকদের সমর্থন নিয়ে কর্মবিরতি, বিক্ষোভ, কালোব্যাজ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ দিবস পালন করে আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে না নিয়ে শেষ মুহূর্তে দেশপ্রেমিক নাগরিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। প্রাথমিক শিক্ষকদের আশা ছিল, প্রতিশ্রুত দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। দীর্ঘ দুই যুগ থেকে এ আন্দোলন চলে আসছে। বেসরকারি শিক্ষকদের আন্দোলনে একজন শিক্ষক মারাও গেছেন। ২০০৬ সালের আন্দোলনে আমাকে হাজতে যেতে হয়েছে। নার্সরা রোগী জিম্মি করে অনেক আগেই নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। অথচ শিক্ষকদের দিকে কারও দৃষ্টি নেই। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ঢাকা মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ তানভীর বলেন, সমাপনী পরীক্ষা বর্জন করলে সরকার তার প্রতিশ্রুতি হুবহু কার্যকর করত। এর ফলে সরকার বাধ্য হতো সমাপনী পরীক্ষার বিষয়টি মাথায় রেখে যথাসময়ে সমস্যার সুরাহা করতে। এতে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা হয়তো কিছুটা পিছিয়ে যেত। শিক্ষকদের বারবার দীর্ঘ সময় রাজপথে গিয়ে আন্দোলন করতে হতো না।

অবশেষে সরকার আশ্বাসের ঝুলা ঝোলাতে ঝোলাতে প্রস্থান করল। আপাতদৃষ্টিতে হতভাগা প্রাথমিক শিক্ষকদের কাঙ্ক্ষিত দাবি আদায় হয়নি। বরং সহকারী শিক্ষকদের পরবর্তী আন্দোলনের দ্বার উন্মোচিত হয়ে রইল। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে শিক্ষার্থী তথা জাতি। আজকের দিনের শিক্ষক নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান, আন্তরিকতার সঙ্গে শিক্ষকদের কথা ভাবুন। বর্তমান উচ্চশিক্ষিত মেধাবীদের নেতা আপনারা। এর পাশাপাশি শিক্ষকদের অবস্থান ও মর্যাদা হবে সর্বশীর্ষে। শিক্ষার্থীর প্রতি আন্তরিক হওয়ার পাশাপাশি নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেও তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সরকারকে প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়ে চিন্তাভাবনা পাল্টাতে হবে। কর্মচারী নয়, দেশের মহাসেবকদের প্রথম শ্রেণীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে হবে। প্রাইমারি শিক্ষকরা প্রায় ২০ লাখ শিক্ষিত মানুষের পরিবার তথা সমাজের নেতা। তাদের অবহেলায় জাতির ক্ষতি অনিবার্য। প্রাথমিক শিক্ষকদের মর্যাদা প্রথম শ্রেণীতে অধিষ্ঠিত হোক এবং শিগগিরই মন্ত্রণালয়ের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হোক— এ প্রত্যাশায় রইলাম।

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান : *সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি; প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ক গবেষক*